সমকাল

তারিখ ... 18 AUG 2015 ...
পৃষ্ঠা ...২০... কলাম ...৮...

অনুপস্থিতিতে শিক্ষক শিক্ষার্থী সমানে সমান

হাওরে প্রাথমিক শিক্ষার হালচাল

■ সাব্বির নেওয়াজ, জামালগঞ্জ (সুনামগঞ্জ) থেকে ফিরে

শিক্ষক বিদ্যালয়ে নেই। ক্লাসরুমগুলো ফাঁকা। ছাত্রছাত্রীরা শোরগোল-চেঁচামেচি করছে। কেউ বারান্দায়, কেউ মাঠে এখানে-ওখানে দৌড়াদৌড়ি করছে কেউ কেউ। হাওরপারের বিদ্যালয়টির কিছু শিক্ষার্থী স্বল্প দূরে হাওরে বেঁধে রাখা নৌকায় বসে দোল খাচ্ছে, করছে গল্পস্বল্প। খোঁজ নিয়ে জানা গেল, তিন শিক্ষকের এ বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক দূরবর্তী জামালগঞ্জ উপজেলা সদরে কোনো এক মিটিংয়ে গেছেন। বাকি দু'জন কোথায় শিক্ষার্থীরা তা জানে না। পঞ্চম শ্রেণীর সুজন, কনক, দেবব্রত, প্রলয় ও শুভ জানায়, 'হেড স্যার আইছে না, হেনা ম্যাডামও আইছে না, খালি পুরান বিউটি ম্যাডাম আইছে, তাইন আমরারে হিন্দু ধর্মের পড়া দিয়া গ্রামে হেই আড়িত গেছইন।' গত মঙ্গলবার দুপুরে সুনামগঞ্জ জেলার জামালগঞ্জ উপজেলার গঙ্গাধরপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গিয়ে এ চিত্র দেখা গেছে। একইভাবে ছয়হারা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে দুপুর পৌনে ২টার দিকে গিয়ে দেখা যায় স্কুল ছুটি হয়ে গেছে। অথচ নিয়মানুসারে বিদ্যালয় ছুটি হওয়ার কথা বিকেল ৪টায়। দেখা গেল, প্রধান শিক্ষক উপজেলা সদরে গেছেন। বাকি দুই শিক্ষিকার একজন দুপুরের খাবার খাচ্ছেন, অন্যজন ফোনে কথা বলছেন। বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা হেনা পুরকায়স্থ বলেন, 'আজ আগে নৌকা আসবে তাই আগেই স্কুল ছুটি দিয়ে দিলাম।' ছয়হারা গ্রামের সুশেন তালুকদার জানান, 'প্রতিদিন স্যাররা টাইমের আগেই ছুটি দিয়ে দেন, সব স্যাররা প্রত্যেক দিন আইন না।'

একই চিত্র হাওরপারের পশ্চিম রাজাপুর সরকারি প্রাথমিক

■ পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ৬

অনুপস্থিতিতে শিক্ষক-শিক্ষার্থী

[শেষ পৃষ্ঠার পর]

বিদ্যালয়ের। উপজেলা সদর থেকে ২৫ কিলোমিটার দূরবর্তী গ্রাম হাওরিয়া আলীপুর। ছোট ছোট দ্বীপের মতো উঁচু স্থানগুলোতে (স্থানীয় ভাষায় বলা হয় 'হাটি') ১২-১৪টি করে পরিবার বসবাস করে। সবাই অতিদরিদ্র। দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী অধিবাসীদের প্রধান পেশা দুটি– কৃষিকাজ ও মাছ ধরা। স্থানীয় প্রভাবশালীরা পেশিশক্তির জোরে হাওরগুলোর দখল নিজেদের কবজায় নেওয়ার পর জেলে পরিবারগুলোর অবস্থা খুবই সঙ্গিন। তারা হাওরের বেশিরভাগ স্থানেই মাছ ধরতে পারেন না। প্রভাবশালীদের ভাড়াটে পাহারাদাররা হাওরে নৌকা নিয়ে পাহারা দেয়। জেলেদের মতো একই অবস্থা কৃষকদেরও।

ভাটি অঞ্চলে বছরে মাত্র একবার ফসল হয়। বৈশাখ মাসে উৎসব করে সেই ফসল কাটা শুরু হয়। স্থানীয়রা এই উৎসবকে বলেন 'বৈশাখী'। বছরের এই সময়টাতে কাজ না থাকায় কৃষকরা হাত গুটিয়ে ঘরে বসে থাকেন। স্থানীয় সাংবাদিকরা জানান, পুরুষরা বছরের এ সময়টাতে ঘরে বসে থাকায় জন্মহারও বেড়ে যায়। জামালগঞ্জের দুর্গম হাওরিয়া আলীপুর ও হরিণাকান্দি গ্রামের একাধিক বাসিন্দা জানান, তাদের প্রধান শত্রু দারিদ্র্য। হরিণাকান্দি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা তুলি রানী সরকার সমকালকে বলেন, গত জুনের পর থেকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিশুরা আর উপবৃত্তি পাচ্ছে না। এতে তারা নিদারুণ কষ্টে পড়েছে। তিনি হাওর অঞ্চলের এসব শিশু শিক্ষার্থীর কথা চিন্তা করে সরকারকে, আবারও উপবৃত্তি চালুর অনুরোধ জানান। ১২ আগস্ট সমকালের এই প্রতিবেদক ওই বিদ্যালয়ে গিয়ে তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণীতে মোট ২৫ জন শিক্ষার্থীর উপস্থিতি দেখতে পান। বিদ্যালয়ে আসা শিক্ষার্থীদের পোশাক-চেহারায় দারিদ্র্যের ছাপ স্পষ্ট। এ বিদ্যালয়ের পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্রী আনজুমান আক্তার ঝুমা (রোল-১২) সমকালের প্রশ্নের উত্তরে জানায়, সকালে না খেয়ে বিদ্যালয়ে এসেছে। ৩টা পর্যন্ত তাকে না খেয়ে থাকতে হবে। একই কথা জানায় ওই শ্রেণীর আসমানি আক্তার বর্ণালি (রোল-৭)। পঞ্চম শ্রেণীর জুনাউল হক (রোল-১১) জানায়, সে শুধু বিস্কুট খেয়ে বিদ্যালয়ে এসেছে। দরিদ্র এসব শিশুর জন্য উপবৃত্তি চালু খুবই প্রয়োজন বলে মন্তব্য করেন হরিণাকান্দি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভূমিদাতা স্থানীয় গ্রামের বাসিন্দা আবদুল বাছেত।

হাওরিয়া আলীপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক তোফাজ্জল হোসেন জানান, বেহালি ইউনিয়ন চরম দারিদ্র্যপ্রবণ এলাকা। মানুষের কাজের সুযোগ কম। অভাবের তাড়নায় শিশুদের বিদ্যালয়ে পাঠাতেও তাদের অনীহা। আর রাধানগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা শেখ সোহেনা খানম তালুকদার বলেন, তাদের এলাকায় বিদ্যালয়ে খাবার দেওয়ার (স্কুল ফিডিং) কার্যক্রম চালু নেই। এটা চালু করা একান্ত প্রয়োজন। পাশাপাশি উপবৃত্তি চালু করা হলে জামালগঞ্জের মতো 'হার্ড টু রিচ' এরিয়ায় শিক্ষার ক্ষেত্রে তা ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে। কোনো কোনো বিদ্যালয়ে সংস্কারের টাকায় চুক্তিভিত্তিক খণ্ডকালীন শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। হরিণাকান্দি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আবুল কাশেম নামে একজন এমন প্যারা শিক্ষকের (খণ্ডকালীন) দায়িত্ব পালন করেন।

জামালগঞ্জ উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা মো. নুরুল আলম ভূঁইয়া সমকালকে বলেন, উপবৃত্তি প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে বলে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর থেকে পত্র দিয়ে তাদের জানানো হয়েছে। তাই গত জুনের পর থেকে আর বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকদের কাছে উপবৃত্তির চাহিদা চাওয়া হয়নি।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) এসএম শফি কামাল জানান, দারিদ্র্যপ্রবণ এ এলাকার শিশুদের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরে উপবৃত্তির জন্য প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কাছে চিঠি দেওয়া হবে।